

প্রজ্ঞাপনঃ ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ০২/২০০৩

তারিখঃ ০৩/৫/২০০৩

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বর্তমান কর্মস্থল হইতে অন্যত্র বদলী/বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য সরাসরি আবেদন করেন। সরাসরি দাখিলকৃত আবেদনপত্রের উপর বিভিন্ন সুপারিশসহ প্রেরণ করেন। এই ধরনের আবেদন পিআরবি ও সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার পরিপন্থী। তাছাড়া অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অন্যত্র বদলী/বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য বিভাগবহির্ভূত তদবীরও করিয়া থাকেন যাহা কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের আবেদন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা হইলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে অন্যত্র বদলী/বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য সরাসরি আবেদন না করিবার জন্য এবং বিভাগবহির্ভূতভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নির্দেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(মোঃ আবদুস সালাম)

এডিশনাল আইজি (প্রশাসন)

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং ৪২৩৪/১ (৩৬)/আরও

তারিখঃ ০৭/০৫/২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ০৩/২০০৩১

তারিখঃ ০৬-৫-২০০৩

বিষয়ঃ আদালতের আদেশ পালন প্রসঙ্গে।

পুলিশ আইনের ২৩ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞ আদালত হইতে প্রদত্ত সব ধরনের বৈধ আদেশ যথাসময়ে পালন করা পুলিশের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। এই ধরনের আদেশ যথাসময়ে সঠিকভাবে পালন না করা আদালত অবমাননার শামিল। অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিভিন্ন সময়ে আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সময়মত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। ফলে পুলিশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং কোন কোন সময় আদালত অবমাননার অভিযোগ গৃহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে ডিএমপি'র কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি মামলায় জব্দকৃত মালামাল মালিককে ফেরত প্রদানকরতঃ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টকে অবহিত করিতে (ঈডুহঃচঃসঃসঃসঃ জব্দকৃতঃ-এর মাধ্যমে) নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উপরোক্ত আদেশ পালন না করায় মহামান্য আদালত পুনরায় আদেশের মাধ্যমে তাগিদ প্রদান করেন। আইজিপি ও পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি মহোদয়কে উপরোক্ত আদেশ পালনে নিশ্চিত করিবার জন্য বলা হয়। এই আদেশের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সময়মত উপস্থাপন করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। বিধায় কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি ও আইজিপি মহোদয়কে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইয়া জবাবদিহি করিতে হইয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কতিপয় মিনিষ্ট্রিয়াল স্টাফের উদাসীনতা ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে এহেন বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এতদসংক্রান্ত ৬ জন পুলিশ সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হইতেছে। কয়েকজন দায়ী সহকারীর বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

ভবিষ্যতে এহেন অব্যাহত পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে আপনাদের ব্যক্তিগত তদারকির মাধ্যমে সকল পর্যায়ের বিজ্ঞ আদালতের আদেশনামা প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র কিংবা নিধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হইল। এই আদেশ পালনে কোন রকম অবহেলা ও গাফিলতির জন্য ইউনিট প্রধানকে দায়ী করা হইবে।

স্বাক্ষর
(শহুদুল হক)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-ট্রেনিং/৮৩-২০০২/৭৬৩ (৭৪)

তারিখঃ ২৮/৬/২০০৩

বিষয়ঃ পুলিশ ফাঁড়ি এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত পুলিশ সার্জেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্টকরণ প্রসঙ্গে।

ট্রাফিক আইন প্রয়োগ, এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, যথাযথভাবে পেট্রোল ব্যবস্থা বলবতকরণ, পথচারীদের নিরাপত্তা বিধান ও সড়কপথে যানজট নিরসনসহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনে পুলিশ সার্জেন্টগণ নিয়োজিত থাকে। প্রায়শঃই তাহাদের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধসহ ট্রাফিক ডিউটিতে একে অপরের সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে হয় যেই সমস্ত স্থানে ট্রাফিক পুলিশ নাই সেই সমস্ত জায়গায় ফাঁড়ির পুলিশকে ট্রাফিক ডিউটিসহ অন্যান্য কাজ করিতে হয়। পুলিশ সার্জেন্টসদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে সন্নিবেশিত করিয়া প্রয়োজ্য মতে যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের নির্ধারিত সময় ও স্থানে যথাযথভাবে কর্মরত থাকা নিশ্চিত করিতে হইবে। নিজে কর্তব্যস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকিয়া কর্তব্য পালনে পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে।

২। এলাকায় নির্দিষ্ট পেট্রোল স্কিম অনুযায়ী টহল ব্যবস্থা তদারকি করা এবং নিজেও টহল ডিউটিতে নিয়োজিত হওয়া।

৩। সন্দিগ্ধ লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, প্রয়োজনে বি-রোল ইস্যু করা।

৪। তাহার এলাকায় ভিভিআইপি এবং ভিআইপিগণের গমনাগমনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া থানার ওসিকে পূর্বাভাসে অবহিত করা।

৫। এলাকায় স্কুলসহ সাধারণ জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা। সপ্তাহে একদিন স্থানীয় স্কুলের যেকোন ক্লাশে উপস্থিত থাকিয়া বক্তব্য প্রদান করিয়া কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে জোরদার করা। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা ফোন নম্বরসহ ফাঁড়িতে সংরক্ষণ করা এবং ফাঁড়িতে বা অন্য স্থানে একবার সভা করিয়া এলাকার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী লইয়া আলোচনা করা।

৬। ফাঁড়ির রেকর্ডপত্র হালনাগাদ সংরক্ষণ করা এবং অস্ত্রগুলোর সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা।

৭। যেকোন অপরাধ ফাঁড়ির ডায়েরীতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং বাদীকে একজন পুলিশ সদস্যসহ থানার পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা।

৮। তাহার নির্দিষ্ট এলাকায় সঠিকভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন প্রদান করা।

৯। পথচারীদের পারাপারে সাহায্য করা বিশেষ করিয়া শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তকে সাহায্য করা।

১০। তাহার সন্নিহিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বা কোন দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই জরুরী ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে যাওয়া এবং তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১। রাস্তায় বড় ধরনের কোন সমস্যা দেখা দিলে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যানজট নিরসনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

১২। যথাসময়ে কোর্টে সাক্ষী প্রদান করা।

১৩। তাহার অধীনস্থ সকলের কল্যাণ দেখাশুনা করা এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা।

১৪। পিআরবিসহ অন্যান্য আইনে বর্ণিত দায়িত্বসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আইনসম্মত আদেশ পালন করা। উপযুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করিয়া নিয়মিত মনিটর করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(সারওয়ার আলম সরকার, পিপিএম, বার)

এআইজি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট)।

বাংলাদেশ পুলিশ।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোনঃ৯৫৬১৭৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং প্রশাসন/৮৭-৯১/১৫৯৯ (১১০)

তারিখঃ ৩০/৬/২০০৩

প্রতি,

১।*

১৬।*

বিষয়ঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য অফিসে ডাক বিলি প্রসঙ্গে

দেশের বিভিন্ন ইউনিট হইতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ডাক বিলির জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রেরণ করা হইয়া থাকে। লক্ষ্য করা গিয়াছে, ডাক বিলির নিমিত্তে আগত পুলিশ সদস্যগণ অনেকেই নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ পুলিশ পোশাক পরিধান বা করিয়া সাদা পোশাকে আগমন করিয়া থাকেন। অনেকেই স্ব-স্ব নেম প্লেইট ব্রাশ নাম্বার পরেন না, উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ পোশাকের সাথে পায়ে স্যান্ডেল পরিতে দেখা যায়। আরও লক্ষ্য করা গিয়াছে, ডাক বিলিকারী পুলিশ সদস্যগণ কোন রকম অনুমতি ব্যতিরেকেই পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন সেরেস্ভায় অযাচিত ঘোরাঘুরি করিয়া থাকেন, যাহা নিতান্তই পুলিশের শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং দৃষ্টিকটুও বটে।

এমতাবস্থায়, যেই সকল পুলিশ সদস্যদের ডাক বিলির নিমিত্তে বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট হইতে প্রেরণ করা হয়, তাহাদেরকে পূর্ণ পুলিশ পোশাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহকারে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(সৈয়দ শাহজামান রাজ)
এআইজি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং ৩০৮৫ (১৮)

তারিখ : ৩/৭/২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-জিএ/৩০-২০০২ (অংশ) (ইন্স)/১৫৫১ (১০৫)

তারিখঃ ২১/০৭/২০০৩

প্রতি,

১।..*

১৩।..*

বিষয়ঃ প্রত্যেক ইউনিটে পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগমন ও প্রস্থান রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-জিএ/৩০-২০০২(অংশ) (ইন্স)/১২৩৯ (১০৫) তারিখঃ ১৫-৬-০৩ অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিটে পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগমন ও প্রস্থান রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বলা হইয়াছিল কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে, অনেক ইউনিটে এখন পর্যন্ত উক্ত রেজিস্টারটি চালু করা হয় নাই ফলে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঠিক হিসাব ইউনিটগুলোতে পাওয়া যাইতেছে না এবং ঐ সকল ইউনিটে প্রকৃত শূন্য ও বদলীজনিত শূন্য পদের সংখ্যা নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে। পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বদলী হইলে বদলীর তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে বদলীকৃত স্থানে যোগদানের নিমিত্তে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য পূর্বেই নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইউনিটগুলিতে উক্ত রেজিস্টারটি চালু না থাকার ফলে কোন নির্দিষ্ট ইউনিটে কতজন বদলী হইয়া আসিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগদান করেন নাই অথবা কতজন বদলী হইয়া ছাড়পত্র গ্রহণ করেন নাই তাহার হিসাব থাকে না। ফলে প্রয়োজনীয় তাগিদ না দেওয়ায় অনেক ইউনিটে বদলী হওয়ার পরও পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ দীর্ঘ সময় কালক্ষেপণ করেন।

এমতাবস্থায় রেঞ্জ ডিআইজি অফিসসহ সকল ইউনিটে বদলীকৃত পুলিশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আগমন ও প্রস্থান রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যিক। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলী হইয়াছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বদলীকৃত স্থানে যোগদান করিতেছেন এই ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করিয়া যে ইউনিট হইতে বদলী হইয়াছে সেই ইউনিট প্রধানকে ডিও লেটারের মাধ্যমে অবগত করাইয়া পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে উহার অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ইউনিট পরিদর্শনে গেলে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগমন ও প্রস্থান রেজিস্টার পরিদর্শন করিনো। উল্লেখিত নির্দেশাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(সৈয়দ শাহজামান রাজ)
এআইজি (প্রশাসন),
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অডিট/৮-২০০১/১৬০২ (১১৫)

তারিখঃ ০৯/০৮/২০০৩

প্রতি,

১।*

১৫।*

বিষয় : সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম/চূড়ান্ত অর্থ উত্তোলন এবং ১২ (বার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (ল্যাম্প গ্র্যান্ট) মঞ্জুরী প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ কর্মকর্তাগণের ভবিষ্য তহবিল হইতে ফেরতযোগ্য/ অফেরতযোগ্য অগ্রিম এবং চূড়ান্তভাবে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রীতি অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে যেই সকল কাগজপত্র প্রস্তাবের সহিত প্রেরণ করা আবশ্যিক, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রস্তাবের সহিত পাওয়া যায় না। ফলে প্রস্তাবে প্রশাসনিক মঞ্জুরী প্রদান বিলম্বিত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অযথা হয়রানির শিকার হইয়া থাকে। এই অবস্থা দূরীকরণার্থে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং অডিট/৩৮-৯৫/১০৭৫ (১০৬), তারিখ ৭-৬-৯৮, স্মারক নং অডিট/২৯-৯৪/১৩৯০ (১০৬), তারিখ ৩-৮-৯৯, এবং স্মারক নং অডিট/৪-২০০১/২০৬ (১০৬), তারিখ ১২-৩-০২ তারিখ মূলে সকল জেলা/ইউনিটে ইতিপূর্বে দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে।

এমতাবস্থায়, ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম/চূড়ান্ত এবং ল্যাম্প গ্র্যান্ট অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ প্রস্তাব প্রেরণ নিশ্চিত করিতে পুনরায় আদিষ্ট হইয়া সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে (চূড়ান্ত উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবের প্রতিটি কাগজের ২ (দুই) কপি করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে)। প্রস্তাবের সহিত প্রেরিত প্রজ্ঞাপনের ফটোকপি ও হিসাব স্লিপ ইত্যাদির ফটোকপি অবশ্যই সত্যাযিত করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। প্রস্তাবের সহিত সংযুক্তি হিসাবে প্রেরিত কাগজপত্রের বর্ণনা প্রস্তাবপত্রে (ফরোয়ার্ডিং লেটার) উল্লেখ করিতে হইবে। মৃতদের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ উত্তোলন এবং মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভিডিও (আয়ন/ব্যয়ন কর্মকর্তা) নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে। ডিপিএফ এবং ল্যাম্প গ্র্যান্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সহিত যেসব তথ্যাদি এবং কাগজপত্র সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন তাহার তালিকা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

জিপিএফ

ফেরত যোগ্য	অফেরত যোগ্য
১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২। সাদা কাগজে আবেদন (অগ্রিম মঞ্জুরী যদি বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন হয়)। ৩। হিসাব স্লিপ (ফটোকপি হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাযিত) ৪। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।	১। সাদা কাগজে আবেদন। ২। নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ৩। হিসাব স্লিপ (ফটোকপি হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাযিত)। ৪। আবেদনকারীর জন্ম-তারিখ (চাকুরীর খতিয়ান বহিতে উল্লেখিত জন্মতারিখের ছায়ািলপি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাযিত)। ৫। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।

চূড়ান্ত উত্তোলন (জীবিতদের ক্ষেত্রে)।	চূড়ান্ত উত্তোলন (মৃতদের ক্ষেত্রে)।
১। সাদা কাগজে আবেদন। ২। ৬৬৩ নং মূল ফরমে তথ্যাদি। ৩। এলপিআর প্রজ্ঞাপন (ফটোকপি হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাযিত)।	১। মৃতের উত্তরাধিকার কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদন। ২। ৬৬৩ নং মূল ফরমে তথ্যাদি। ৩। মৃত্যু সংক্রান্ত অফিস আদেশ (ফটোকপি হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যাযিত)।

৪। হিসাব স্লিপ (ফটোকপি হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)। ৫। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।	৪। হিসাব স্লিপু ঐ ডু ৫। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি ঐ ডু ৬। উত্তরাধিকার সনদপত্র। ৭। ক্ষমতা হস্তান্তর। ৮। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ল্যাম্প গ্র্যান্ট উত্তোলন (জীবিতদের ক্ষেত্রে)।	ল্যাম্প গ্র্যান্ট উত্তোলন (মৃতদের ক্ষেত্রে)
১। সাদা কাগজে আবেদন। ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদপত্র (ছুটির হিসাব) ফটোকপি হইলে গেজেটেড হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)। ৩। এলপিআর প্রজ্ঞাপন। ৪। ইএলপিসি (শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র) ৫। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।	১। মৃতের উত্তরাধিকার কর্তৃক সাদা কাগজে আবেদন। ২। মৃত্যু সংক্রান্ত অফিস আদেশ (ফটোকপি হইলে গেজেটেড হইলে গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)। ৩। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি - ঐ - ৪। ছুটির প্রাপ্যতার সনদপত্র (ছুটির হিসাব) - ঐ - ৫। ইএলপিসি (শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র) - ঐ - ৬। উত্তরাধিকার সনদপত্র। ৭। ক্ষমতা হস্তান্তর পত্র। ৮। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ।

বিলম্ব ও হয়রানি পরিহার করার লক্ষ্যে প্রস্তাবের সহিত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে সংযুক্ত করিয়া তাহার ফরোয়ার্ডিং-এ উল্লেখপূর্বক কাগজপত্রাদি প্রেরণ নিশ্চিত করিবার জন্য এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ কর্মকর্তাকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদানের জন্যও আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(মোঃ শাহাবউদ্দীন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৫৮১৩৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং প্রশাসন/১০২-৯৯/১৯৫৮ (১০৫)

তারিখঃ ১১/৮/২০০৩

প্রতি,

১।*

১৩।... .*

বিষয়ঃ জেলা/ইউনিট-এর চিঠিতে ইউনিট প্রধানদের নাম ও স্বাক্ষর সুস্পষ্টকরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং প্রশাসন/৫৯-৮৬/৪৬৫ (১১২) তারিখঃ ১০/৬/৯৩ ও স্মারক নং প্রশাসন/৫৯-৮৬/১৭৭ (১২০) তারিখঃ ২৫/১/৯৬-এর অনুবৃত্তিক্রমে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উল্লেখিত পত্রদ্বয়ের মাধ্যমে সকল সরকারি ও অন্যান্য দফতরে প্রেরিতব্য চিঠিপত্র প্রেরকের পুরো নাম, পদবী, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও টেলেক্স নম্বর (যদি থাকে) উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এতদসংক্রান্ত প্রেরিত উক্ত আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না। ইহাতে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের বিষয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে তাহা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না, ফলে দাফতরিক কাজে নানা সদস্যের সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হইতে প্রেরিতব্য সকল চিঠিপত্রে প্রেরকের পুরা নাম, পদবী, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও টেলেক্স নম্বর (যদি থাকে) তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(সৈয়দ শাহজামান রাজ)
এআইজি (প্রশাসন),
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ-২১১-২০০৩(ডিএমপি-৫৯)/৪৩৩৬ (৭৭)

তারিখঃ ২৮/১০/২০০৩

১।.*

৩।.*

বিষয় : আদালতে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল চালু হওয়ার পর আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য ক্রমাগত তারিখ নির্ধারণ করিয়া সাক্ষীদের জন্য প্রসেস জারি/তামিলের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের নিকট প্রেরণ করিলে কালক্ষেপণসহ জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। সাক্ষীদের প্রদত্ত ঠিকানায় তাহাদিগকে খুঁজিয়া না পাওয়া ইহার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ। তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার সাক্ষীর ভাড়াটিয়া বাসার অস্থায়ী ঠিকানা বা বস্তির ঠিকানা উল্লেখ করিয়া থাকেন যাহা পরবর্তীতে পরিবর্তনের কারণে সাক্ষীদেরকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা নিরসনকল্পে তদন্তকারী অফিসারগণ কর্তৃক সাক্ষীদের অস্থায়ী ঠিকানার সহিত অবশ্যই স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ ও প্রসেস দ্রুত জারি/তামিল নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় আদালতে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী হাজিরার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইলঃ

১। সাক্ষীর সমন প্রাপ্তির পর সকল পুলিশ কর্মকর্তাদের অবশ্যই নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রদান ও আদালত হইতে কোর্ট সাটিফিকেট সংগ্রহ করিয়া উহার কপি কর্তৃপক্ষের নিকট শীঘ্র জমা দেওয়া নিশ্চিত করিতে হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্য বদলী সূত্রে অন্যত্র রওয়ানা হইয়া থাকিলে যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সমন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

অবসরগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা সর্বশেষ কর্মস্থলে একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩। চার্জশীটে সাক্ষী/আসামীদের স্থায়ী ও অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা, নাম/ডাকনাম ও পিতা/মাতার নাম ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

৪। সমন ওয়ারেন্ট প্রাপ্তির পর উহা সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক কোনরূপ বিলম্ব ব্যতীত জারির পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। কোন সাক্ষীকে তাহার অস্থায়ী ঠিকানায় পাওয়া না গেলে ফ্যাক্স/বেতার বার্তা মারফত স্থায়ী ঠিকানার জেলা/ইউনিটের সহিত যোগাযোগ করিয়া হাজিরা নিশ্চিত করিতে হইবে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট আদালতকে সাক্ষীর পরবর্তী ঠিকানা ও গৃহীত কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দ্বারা অবহিতকরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। সাক্ষীর প্রতি সমন জারির ক্ষেত্রে থানা পুলিশের অহেতুক কালক্ষেপণের মনমানসিকতা মোটিভেশনের মাধ্যমে ইউনিট প্রধানগণ পরিবর্তনের কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন।

স্বাঃ
(শহিদুল আলম চৌধুরী)
এআইজি (অপরাধ-১),
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ-১/৩২৩-২০০৩ (সাধারণ-৩৩)/৪৮৯৯ (৭৭)/

তারিখঃ ০১-১২-২০০৩

প্রতি,

১।..*

৩।..*

বিষয়ঃ জামিনের শর্ত ও বেইল বন্ডে শর্ত ভঙ্গ করিলে কোর্ট অফিসার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী আসামীর জামিন মঞ্জুর করা হইলে আসামী পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী বেইল বন্ড উপস্থাপন করিয়া থাকেন। উক্ত বেইল বন্ড যাচাই করিয়া সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নির্দিষ্ট অংকের আর্থিক ক্ষমতা আছে কিনা এবং তিনি জামিনদার হওয়ার জন্য উপযুক্ত কিনা তাহা নিরূপণ করিবার দায়িত্ব কোর্ট অফিসারের। সেই লক্ষ্যে পিআরবি ৫৪০ বিধি মোতাবেক প্রত্যেক নিম্ন আদালতে বেইল বন্ড রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় (বাংলাদেশ পুলিশ ফরম ১০৬)। উক্ত রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট আদালতে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত সকল আইনজীবীর বেইল বন্ড প্রদানের আর্থিক ক্ষমতা তাহাদের নামের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়, নিম্ন আদালতসমূহে আইনজীবীদের আর্থিক ক্ষমতা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তাহারা নিয়মিত বেইল বন্ড উপস্থাপন করিয়া থাকেন। ইহাও লক্ষ্য করা যায়, আইনজীবী জামিনদারের বেইল বন্ডে জামিনপ্রাপ্ত আসামী আদালতের শর্ত অনুযায়ী আদালতে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫১৪ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বিরুদ্ধে ঐ বেইল বন্ডের অর্থ বাজেয়াফত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিধান পালন করা হইতেছে না। ইহা ব্যতীত যে আইজীবী বেইল বন্ডের অর্থ বাজেয়াফতের আদেশ হইয়াছে, সেই আইনজীবী উক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া পর্যন্ত পিআরবি ৫৪০(গ) বিধি অনুসারে তিনি পুনরায় জামিনদার হইতে পারিবেন না। এই বিধানও বাস্তবে প্রতিপালিত হইতেছে।

অতএব, নিম্ন আদালতে আইনজীবীগণের বেইল বন্ডের আর্থিক ক্ষমতা অতিক্রান্ত হইলে, অথবা জামিনে মুক্ত আসামীকে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী আদালতে হাজির করিতে ব্যর্থ হইলে কিংবা বেইল বন্ডে উল্লেখিত অর্থ বাজেয়াফত হইলে উক্ত ব্যর্থতার দায়স্বরূপ বেইল বন্ডের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া পর্যন্ত পুনরায় উক্ত আইনজীবী কর্তৃক জামিন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোর্ট অফিসারগণ কর্তৃক তীব্র আপত্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

আপনাদের জেলা/ইউনিটে আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে কতজন আইনজীবী এই জাতীয় বেইল বন্ডে আসামীর জামিন গ্রহণ করিয়াছেন এবং জামিনপ্রাপ্ত আসামী আদালতে হাজির করার ব্যর্থতার কারণে কতটি ক্ষেত্রে আইনজীবির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫১৪ ধারার বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ও কতটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই উহার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ১৮-১২-২০০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(এ বি এম বজলুর রহমান)

ডিআইজি (অপরাধ) বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং এস/৯৪-২০০৩/৩০৩৮ (৭০)

তারিখঃ ০১-১২-২০০৩

প্রতি,

১। পুলিশ কমিশনার (সকল)।

৩। পুলিশ সুপার (সকল) রেলওয়েসহ।

বিষয়ঃ পুলিশ সদস্যদের গ্রেফতারের পূর্বে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের প্রাক-অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে পুলিশ সদস্যদের অপরাধজনক কর্মকাণ্ড/মামলা সংক্রান্ত আইজিপি মহোদয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে স্ব-স্ব ইউনিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশ সদস্যদের গ্রেফতার করা হইতেছে যাহা প্রচলিত বিধির পরিপন্থী। মামলা সংক্রান্ত কোন পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করিবার প্রয়োজন হইলে গ্রেফতারের পূর্বে আইজিপি মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল। জরুরী কারণে গ্রেফতারের প্রয়োজন হইলে আইজিপি মহোদয়ের মৌখিক অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে লিখিত অনুমতি গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর

(আবু হাসান মুহম্মদ তারিক)

এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং এস/৯৪-২০০৩/৩০৩৮ (৭০)

তারিখঃ ০১-১২-২০০৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

১।*

২।.....

স্বাক্ষর

(আবু হাসান মুহম্মদ তারিক)

এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং সেল/৩৩-৯৯ (পুঃ হেঃ কোঃ)/০৩

তারিখঃ ২০/১২/২০০৩

পরিপত্র নং ৩/২০০০

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ বিভাগের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টিং নিয়া থাকেন এবং তাহারা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ গ্রাহ্য করেন না। এই সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অপরাধ দমন, মামলা তদন্তে মনোযোগী না হইয়া তদন্তবহির্ভূত কাজে বেশি মনোযোগী হইয়া থাকেন। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অবহিত থাকিয়াও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

আরও লক্ষ্য করা যাইতেছে, অধিকাংশ জেলা/ইউনিটের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন কারণে বাধ্য হইয়া অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর স্থানে পোস্টিং করিয়া থাকেন। এই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অনেক সময় অন্যান্য কাজে জড়াইয়া পড়িয়া বিতর্কিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একজন সদস্যের অবৈধ কাজের জন্য গোটা পুলিশ বাহিনীকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। পুলিশ বিভাগে অনেক শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মঠ ও সৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী থাকাসত্ত্বেও তাহাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করিবার কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না।

পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বদলী যাহাতে বিধিসম্মতভাবে জনস্বার্থে করা হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। বদলী সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে ইতিপূর্বে জারিকৃত পুলিশ অর্ডার, পরিপত্র এবং অন্যান্য আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলী নিশ্চিত করিতে হইবে। পুলিশ কর্মকর্তাগণ বদলীর জন্য বা বদলীর আদেশ বাতিল/স্থগিত করিবার জন্য কোন বিভাগবহির্ভূত প্রভাব বিস্তার করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত বিষয়টি কর্মকর্তার এসিআর-এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

পুলিশের প্রতিটি সদস্যের কাজকর্ম কঠোরভাবে মূল্যায়ন করিতে হইবে। সততা, ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করিয়া পুলিশ সদস্যদের প্রতিনিয়তই প্রমাণ করিতে হইবে তাহারা যথাযথই জনগণের সেবকা শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় নিবেদিত সকলের বিশ্বস্ত বন্ধু, সৎ ও শান্তিকামী জনগণের সহিত পুলিশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইবে। আদেশ পালনের ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ পালন করাই পুলিশের কর্তব্য। দায়িত্ব পালনে সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা পুলিশের ভাবমূর্তি দ্রুত উন্নয়নে সহায়কা প্রত্যেক জেলা/ইউনিটে কর্মরত ইউনিট প্রধানগণকে অনুকরণীয় মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হইতে হইবে।

এমতাবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতিতে, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট, থানা, ফাড়ি ইত্যাদিতে দক্ষ, কর্মঠ ও সৎ পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা, বিভাগবহির্ভূত প্রভাবের মাধ্যমে বদলী/বদলীর আদেশ বাতিলের প্রবণতা বন্ধ করা, থানা/ফাঁড়িতে তথাকথিত ক্যাশিয়ার নিয়োগ ও বিধিবহির্ভূতভাবে প্রভাব বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা/গ্রহণকরতঃ পুলিশ বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হইল।

স্বাক্ষর

(মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, বিপিএম, পিপিএম)

ডিআইজি (প্রশাসন),

বাংলাদেশ পুলিশ,

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং সেল/৩৩-৯৯ (পুঃ হেঃ কোঃ)/১১১৩/(১১৭)

তারিখ : ২০/১২/২০০০

অনুলিপি অবগিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। এডিশন্যাল আইজি (প্রশাসন/ট্রেনিং) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

১১। সকল অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), এপিবিএম

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল মান্নান)

Comments and Interpretations

Obviously, neither Magistrate nor even the court has power to interfere in police work, specially in the police investigation into offence which was alleged in FIR. It is a statutory right on the part of police to investigate the circumstances of an alleged cognizable crime without requiring any authority from the judicial authorities. Police can enjoy unfettered jurisdiction in the matter of investigation. Nevertheless, it is incumbent that if CrPC or any Act or any Rules provides, then Magistrate can make interruption/pedagogical interference in the investigation. Indeed, it is an inherent power and jurisdiction of the Magistrate / court. Further when the

Magistrate enjoys the power vested under section 190 CrPC, he can watch and study only the course of investigation in the like manner laid down in Chapter XIV of CrPC only to intimate the observations ; but not as directions

. Examples :

* Provisions in CrPC

That the competent Magistrate may direct further investigation on specified points under the powers conferred upon him vide section 156(3) CrPC after watching or making thorough study into the police investigation report either final report or charge-sheet. Mention be made here that submission of charge-sheet and final report can not be treated as a finality of investigation, until cognizance of the case is taken.

That section 157 CrPC lays down the procedure to be adopted in the matter of investigation and the sending of the occurrence report is an essential preliminary to an investigation. This report does not fall under the report, vide section 173 CrPC and if such preliminary reports submitted under section 158 CrPC then the Magistrate on receiving such report may direct an investigation or if he thinks fit, at once proceed or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary enquiry into the case for observation. But when the full enquiry report submitted by the police about the truthfulness of the offence under section 173 CrPC, the Magistrate has no jurisdiction to make any further preliminary enquiry into the same offence.

That somehow the provision of section 164 CrPC provides the Magistrate inherent capacity/power to interrupt in the course of an investigation into the offence while the police forwards the accused person for recording confession by explaining the accused person to the effect that he is not bound to make a confession because it may be used against him. Further the Magistrate shall not record any such confessional statement unless, upon questioning the accused person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily.

That section 167 CrPC authorises the Magistrate as an analogous power to make an order with report to detection of accused person in police custody as he thinks fit when the accused forwarded to him by an application for police remand.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

আদেশ নং ৫

বিষয়ঃ সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও পরবর্তী করণীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

তারিখঃ ২/৬/২০০৩

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় জনগণের জানমালের প্রচুর ক্ষতিসাধন হইতেছে। দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি রাস্তার উপর থাকিলে যানজট সৃষ্টি করে এবং উভয় দিকের যাত্রীগণ পুলিশের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকে। এমতবস্থায়, পুলিশের যেকোন সদস্য অপেক্ষমান যাত্রীদের অনুরোধ করিয়া এবং নেতৃত্বে দিয়া রাস্তার গাড়ি সাথে সাথেই পরিষ্কার করিতে পারে।

এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলঃ

১। স্থানীয় পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত স্থানে পৌঁছিয়া নিহত/আহত ব্যক্তিকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতাল/ক্লিনিক স্থানান্তর করিবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে।

২। পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত স্থানে পৌঁছিয়া র্যাকারের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অবস্থানকারী যাত্রী/চালক ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি সরাইয়া বা অন্য গাড়ির সহায়তায় রাস্তার যানজটমুক্ত করিবে।

৩। ট্রাকে/বাসে বা ভ্যান গাড়ির ছাদে বা বাম্পারে যাত্রী পরিবহন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ (সেকশন ৯৭, মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩)। সুতরাং ইহা রোধকল্পে গড়ঃড়ৎ ঠবযরপষব ঙৎফরহধহপব-এর ১৩৭ ধারা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর

(শহুদুল হক)

ইন্সপেক্টর জেনারেল

বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

স্মারক নং ট্রেনিং-২-২০০৩ (অংশ) ৫৯৬/১ (৭০)

তারিখঃ ০২/০৬/২০০৩